তারিখ 31 AUG 1994
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৭

07

দৈনিক বাংলা

এ ঘটনা যৌথসভার সিদ্ধান্তের লংঘন ঃ ভিসি

ভার্সিটিতে দুই দলের গোলাগুলি ঃ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ মঙ্গলবার ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এক ঘন্টা স্থায়ী গুলি বিনিময়ে সমগ্র নীলক্ষেত এলাকায় ভয়-ভীতি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এত গোলাগুলি সত্ত্বেও কেউ হতাহত হয়নি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় টিএসসির 'ডাসে' পানি খাওয়া কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও জাসদ ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা রেজাউল হক রেজাসহ ৪ জন জাসদ ছাত্রলীগ কর্মীকে প্রহার করে। তারই জের হিসাবে মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুপুর ১টা ৪৩ মিনিটে কলাভবন ও মধুর ক্যান্টিন এলাকায় জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীরা ও হাকিম চত্বর লাইব্রেরী এলাকায় ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা অবস্থান গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রছাত্রীরা জানায়, উভয় সংগঠনের কর্মীরা তখন সশস্ত্র অবস্থায় ছিল। দুপুর পৌনে দু'টায় জাসদ

ভার্সিটিতে দুই দলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগ কর্মীদের লক্ষ্য করে (ম-ই) কর্মীরা পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এসময় জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে মৌচত্বর ও কলাভবনের দিকে চলে যায় এবং পাল্টা গুলি ছুঁড়তে থাকে। উভয়পক্ষের গুলি ও পাল্টা গুলিতে সমগ্র ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এসময় গুলির শব্দে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বই-খাতা হাতে দৌড়াতে দেখা যায়।

সংঘর্ষ চলাকালে দুপুর সোয়া দু'টায় ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর অন্য একদল সন্ত্রাসী জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে জগন্নাথ হল থেকে বের হয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে দিয়ে জাসদ ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর গুলি ছুঁড়তে থাকে। দুই দিক দিয়ে আক্রমণে বেলা ২'৪০ মিনিটে জাসদ ছাত্রলীগ পিছু হটে গেলেও গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় পৌনে ৩টার দিকে পুলিশ তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে।

এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ (ম-ই) জাসদ ছাত্রলীগকে দায়ী করে বলেছে, শাহাদৎ নামক তাদের এক নেতাকে লক্ষ্য করে জাসদ ছাত্রলীগ প্রথমে গুলি ছুঁড়ে। অন্যদিকে জাসদ ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ (ম-ই)কে দায়ী করেছে। তারা বলেছে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ ভেঙ্গে দিতে এবং জামায়াত-শিবিরকে রক্ষা করতে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

ঘটনার পর ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদ মঙ্গলবার ঢাকা ভার্সিটিতে সংঘটিত সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ঢাকা ভার্সিটির ভিসি বলেন, গতকালের গোলাগুলি ও বোমাবাজির জন্য যে পক্ষই দায়ী হোক না কেন, এ ঘটনা গত ১২ আগস্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের যৌথসভার সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লংঘন করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১২ আগস্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে যখন ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে এবং পরীক্ষা ও ক্লাস নিয়মিত হচ্ছিল ঠিক সে সময় এ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটানো হয়। ভিসি গত সোমবার এবং মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনার সাথে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

ছাত্রদলের নিন্দা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্তৃক জাসদ ছাত্রলীগের ৪ জন কর্মী প্রহৃত এবং মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ (ম-ই) যে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রদল ঢাকা ভার্সিটি কমিটির সভাপতি এ বি এম মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির আহমদ বাবুল বলেছেন, ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর জগন্নাথ হলভিত্তিক মাস্তান বাহিনী কর্তৃক জাসদ ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা মূলত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির উপর হামলা। তারা বলেন জাসদ ছাত্রলীগ আমাদের গণতন্ত্রের সংগ্রামের অন্যতম সহযোদ্ধা ছিল। নেতৃবৃন্দ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

ছাত্রলীগ (ম-ই) এর সংবাদ সম্মেলন

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ (ম-ই) এ ঘটনার জন্য জাসদ ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতারা বলেন, ক্যাম্পাসের বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত হিসাবে তারা এই জঘন্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে। সম্মেলনে ফারুক আহমদ, এনামুল হক শামিম, খিজির হায়াৎ লিজু ও সুজিত রায় নন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদ ও ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্রলীগ (মি-লা)সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশে যখন স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে তখন আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসাবে ছাত্রলীগ (ম-ই) এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জাসদ ছাত্রলীগ

জাসদ ছাত্রলীগ মঙ্গলবার ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্তৃক তাদের ৪ কর্মী আহত হবার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে এক সমাবেশ করে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, রুহুল কুদ্দুস বাবু, ওবায়দুর রহমান চুন্নু ও রোকনউদ্দীন। বক্তারা বলেন, মুজিববাদী ছাত্রলীগের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি অংশ ক্যাম্পাসে একের পর এক সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে। জাসদ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এদের প্রতিহত করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষক সমিতি

মঙ্গলবার ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে সংঘটিত ছাত্রলীগ (ম-ই) ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে গুলি বিনিময়ের তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শাহাদৎ আলী ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিকী এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ বার বার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ কারণে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হচ্ছে না।